হইয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আঃ ৮ম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবুত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

এই অভিপ্রায়েই মূল শ্লোকে "ভগবতি"—এই পদটি উল্লেখ করা হইয়াছে। ৬।৩ অঃ শ্রীযম নিজ দূতগণকে বলিয়াছেন॥ ৯২॥

তথা—সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ। সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ৯৩॥

অয়ং পন্থাঃ শ্রীনারায়ণভক্তিমার্গঃ॥ ৬॥ ১॥ শ্রীশুকঃ॥ ৯৩॥

সাক্ষাৎ ভক্তিযোগেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা ৬।১।১৭ শ্লোকে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন! শ্রীনারায়ণ-ভক্তিযোগ-প্রভাবে মহা মহা পাপীয়ান্‌গণও যে পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে—শ্রীনারায়ণভক্তিমার্গ অতি সমীচীন অর্থাৎ অতি সুন্দর, পরম পবিত্র। যেহেতু এই ভক্তিমার্গটি অতি ক্ষেম মঙ্গলময়। যাঁহারা এই মার্গ আশ্রয় করেন, তাহাদের কোথাও হইতে কোনপ্রকার বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকে না। যেহেতু এই ভক্তিমার্গে যাঁহারা বিচরণ করেন, সেইসকল মহাপুরুষগণ পরম কৃপালু এবং নিষ্কাম ও একমাত্র শ্রীনারায়ণ-পরায়ণ। অতএব, জ্ঞানমার্গ যেমন অসহায়তা দোষে দুষ্ট এবং কর্ম্মমার্গ যেমন পরশ্রীকাতরতা দোষে দুষ্ট, কিন্তু এই শ্রীভক্তিমার্গ সেই দুই প্রকার দোষে দুষ্ট নহে। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহারা জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন, তাঁহারা—"আমি ঈশ্বর" অথবা "ব্রহ্ম" এইপ্রকার ঈশ্বরের সহিত নিজের অভেদ-ভাবনা করেন বলিয়া সেই জ্ঞানী স্খলন ও পতনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু সেই ভক্তিমার্গে সাধক নিজেকে শ্রীহরির দাস ও শ্রীহরিকে আপনার প্রভু বলিয়া ভাবনা করেন এবং শ্রীহরির অনুগ্রহই নিজের একমাত্র জীবাতু বলিয়া অভিমান্ করেন, এইজন্য সেই ভক্তিমার্গস্থিত ভক্তগণের প্রতি শ্রীহরির ও শ্রীহরি-ভক্তগণের সর্ব্বদাই অনুগ্রহ উদয় হইয়া থাকে। যাঁহারা কর্ম্মমার্গে বিচরণ করেন তাঁহারা যদি সকাম হয়েন, তাহা হইলে সেই কর্ম্মীগণের হৃদয় পরশ্রীকাতরতায় পূর্ণ থাকে বলিয়া অন্য কেহ সেই জাতীয় কর্ম্ম সাধন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাহিলে, অন্য-কর্ম্মীগণ তাঁহার প্রতি বিবিধ বাধা জন্মাইয়া থাকে। ভক্তিপথে যাহারা বিচরণ করে, তাহারা নিজের স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া যাঁহারা শ্রীহরিকে ভক্তি করেন, সেইসকল ভক্তি-সাধকগণের প্রতি সর্ব্বদাই করুণাময়ী